দৈনিক খবর

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 24 JUN 1989 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

শিশু–কিশোর অপরাধ

শিশু ও কিশোর অপরাধীদের কারাগার হতে 'কিশোর সংশোধনী' কেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে কি–না জানা যায়নি। তবে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে বিষয়টি আলোচনা করার পর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক শিশু–কিশোরের সংখ্যা, এক হিসাব অনুযায়ী, ৩৯১ জন। এদের অনেকে বহুদিন ধরে আটক। প্রমাণহীন অনিশ্চিত অপরাধে বন্দী। আজ পর্যন্ত এদের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়নি। এমনকি অনেকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগও করা হয়নি। তবু এরা আটক রয়েছে।

শিশু–কিশোর অপরাধী শুধু বাংলাদেশে নয়, দুনিয়ার সব দেশেই আছে। প্রভেদ শুধু ডিগ্রীর। কোথাও কম কোথাও কিছুটা বেশী, এ যা প্রভেদ। এ শিশুরা জন্মসূত্রে অপরাধী নয়। নানা কারণে অপরাধী হয়েছে। প্রধানতঃ যেসব কারণে শিশু–কিশোররা অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয় এর মধ্যে প্রধান হলো উপযুক্ত অভিভাবকের অভাব, দারিদ্র্য এবং স্নেহ–মায়া–মমতা হতে বঞ্চিত হওয়া। জন্মের পরও বহু শিশু মা–বাবাহারা হয়। তখন যেহেতু তার জীবিকা আহরণ করার শক্তি থাকে না, সেহেতু আশ্রয় নিতে হয় আত্মীয়–স্বজন বা অন্যের। এ আশ্রয়দাতার কাছ থেকে যদি স্নেহ–মায়া ও সহানুভূতি পায় তাহলে সচরাচর খারাপ হয় না। কিন্তু সব সময় তা ভাগ্যে জুটে না। অনেক সময়ই এদের নানা নিগ্রহ–নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ফলে কোন্ সময় যে সব ছেড়ে বাইরে চলে আসে নিজেই জানে না। এরপরই শুরু হয় ভবঘুরে জীবন থেকে অপরাধের পথে যাত্রা। পক্ষান্তরে অভাব, অনটনে পড়েও বহু শিশু–কিশোর পথ হারায়। হয়তো বাবা অসুস্থ কিংবা ছেড়ে চলে গেছে, মা পরের ঘরে কাজ করে যে আয় করে এতে দিন কাটে না। একদিন পুত্রও মার সাথে বের হয়। এটা–ওটা ফুট–ফরমাশের কাজ করে। তারই সমবয়েসী শিশু–কিশোর তার সামনে দিয়ে বই হাতে স্কুলে যায়। তার শিশু মন আকুল হয়ে উঠে। কিন্তু পয়সা কোথায় স্কুলে যাবার কিংবা ভাল কাপড় জোগাড় করার। এক সময় লোভ এসে পালঙ্ক পাতে এবং সে বিপথগামী হয়। অন্যান্য কারণেও শিশু–কিশোররা বিপথগামী হতে পারে। উন্নত দেশে এদের সংশোধিত করার এবং সুস্থ জীবনের সন্ধান দেবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে কিশোর অপরাধী ধরার পর 'সংশোধন শিবিরে' পাঠিয়ে দেয়া হয়। শিবিরের পরিবেশ এমন যে, সে অসহায় বা যন্ত্রণাবোধ করে না। স্নেহ দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে তাকে ভালো করে তোলা হয়। ফলে সে আর খারাপ হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে সে ব্যবস্থা প্রায় নেই বললে চলে। এখানে শিশু–কিশোরদের ধরার পর জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অনেক সময় তেমন কোন অভিযোগও থাকে না। তবু জেলে কাটাতে হয় বছরের পর বছর। সেখানকার পরিবেশ এমন যে, শেষ পর্যন্ত বের হয়ে আসে পাকা অপরাধীর পাঠ নিয়ে। তাই শিশু–কিশোরদের বেশীদিন আটকে রাখা ঠিক নয়। তেমনি কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে দ্রুত তার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রয়োজনে এমন ব্যবস্থা নেয়া দরকার যাতে সে ভাল হওয়ার সুযোগ পায়।

সংশ্লিষ্ট মহল আটক শিশু–কিশোরদের সংশোধনাগারে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে বলার বেশী কিছু নেই। শুধু এটুকুই বলার আছে যে, যেন ওরা সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারে সে দিকে নজর রাখতে হবে। মনে রাখা দরকার যে, শুধু ধিক্কার নয় এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য স্নেহের পরশও প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে যাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই তাদের ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি।